Gender and Women's Studies:

Interdisciplinary

Approaches and Perspectives

VOLUME-II

EDITORS
DR. DIPAK KUMAR DOLEY
DR. ABUL FOYES MD MALIK

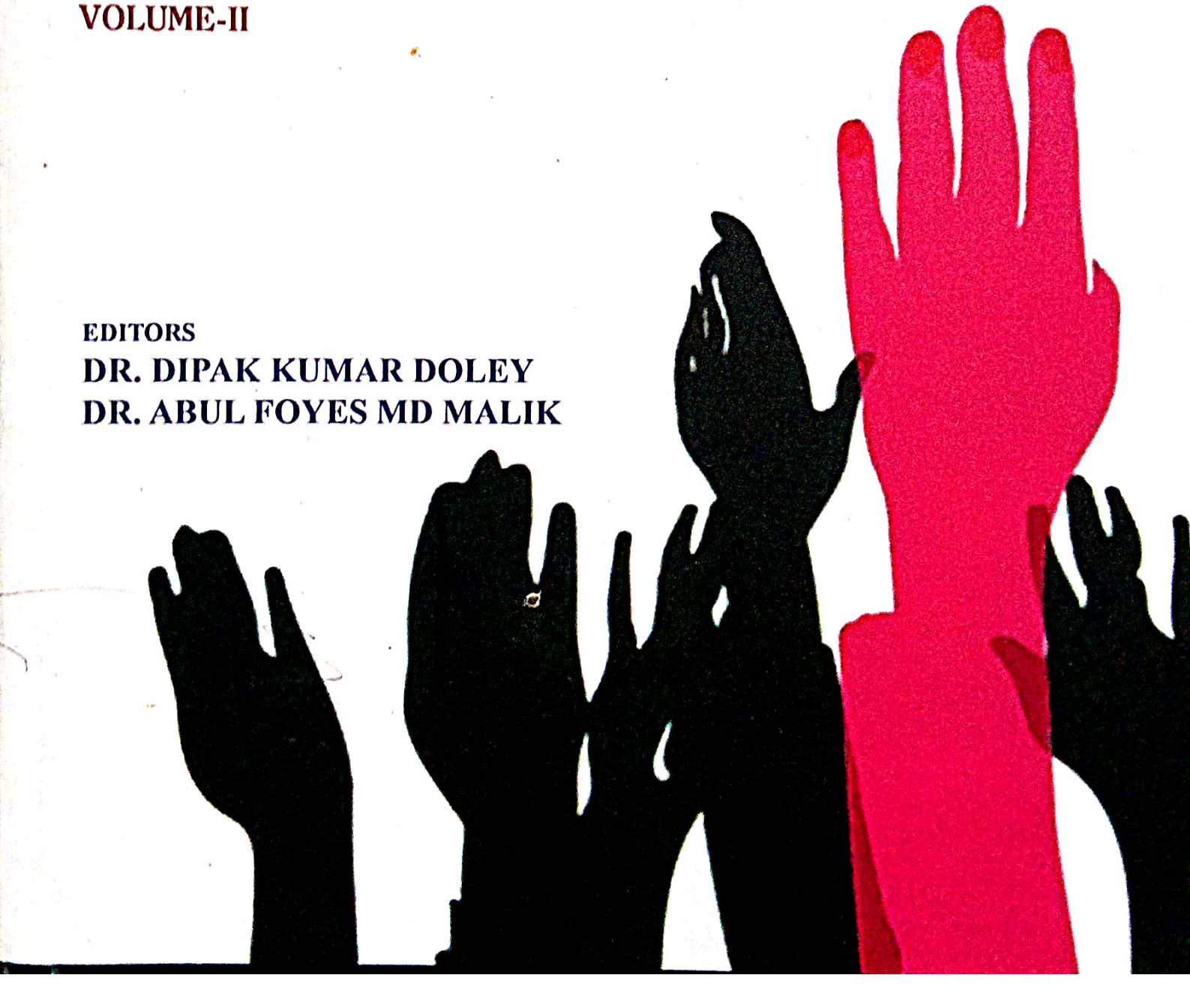

Gender and Women's Studies:

Interdisciplinary Approaches and Perspectives

PUBLISHED BY	:	DR. DIPAK KUMAR DOLEY, DEPT. OF ENGLISH DIBRUGARH UNIVERSITY, DIBRUGARH DR ABUL FOYES MD MALIK, DEPT. OF BENGALI DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DIGBOI
FIRST PUBLISHED	:	DECEMBER, 2020
EDITED BY	:	DR. DIPAK KUMAR DOLEY, DEPT. OF ENGLISH DIBRUGARH UNIVERSITY, DIBRUGARH DR ABUL FOYES MD MALIK DEPT. OF BENGALI, DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA
COVER DESIGN	:	EDITORS
PRICE	:	1000/- (RUPEES ONE THOUSAND ONLY)
PRINTED BY	:	THE ASSAM COMPUTERS SECTOR - 49, BY LANE - 5TH BAMUNIMAIDAN INDUSTRIAL AREA GUWAHATI
ISBN	:	**"978-81-948854-7-4"**

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, recording or by any information, storage and retrieval system without prior permission in writing from the publisher.

The views and research findings provided in this publication are those of the author's only and the editors are in no way responsible for its content.

- মনোরঞ্জন ব্যাপারীর উপন্যাস 'ছেড়া ছেড়া জীবন' ঃ প্রান্তিকায়িত নারী জীবনের সাতকাহন
  আব্দুল জলীল চৌধুরী 256
- নারীর মর্যাদা রক্ষার দাবিতে 'মনুসংহিতা'ঃ পুনঃ অবলোকন (প্রথম পর্ব)
  শেলী দত্ত 261
- অৰূপা পটঙ্গীয়া কলিতাৰ 'মৃগনাভি' উপন্যাসত নাৰীৰ সামাজিক স্থিতি
  মৃণালী পেগু 267
- অসমীয়া লোকগীতত নাৰী
  বর্ণালী শইকীয়া 270
- নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ 'অভিযাত্রী' উপন্যাসত প্রতিফলিত চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীৰ জীৱন চিত্রণ
  ডালিমী পাঠক 274
- জ্ঞান পূজাৰীৰ কবিতাত বিষয়ীৰ (Subjectivity) প্রশ্ন হিচাপে নাৰী ঃ 'পানীৰঙৰ জলকুঁৱৰকী'ৰ মাজেৰে এটি পাঠ
  সুদক্ষণা গগৈ 278
- 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে নারী চরিত্র ঃ নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিকোন থেকে
  ড° নীতিশ দাস 283
- মনোজ মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গ সমাজ ঃ একটি সমীক্ষা
  মোঃ আজহারউদ্দিন 288
- নিম্নবর্গের আলোক দেবেশ রায়ের উপন্যাসের 'মাদারির মা'ও 'টুলটুলি' চরিত্র
  জানকী প্রসাদ দেবনাথ 295
- কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী ঃ বিধবা নারীর অন্তর্দহন
  বাসব দাস 300
- লিংগ বৈষম্য আৰু আমাৰ সমাজ
  মাইকেল টায়ে 305
- भारतीय नारी और समाज : अतीत और वर्तमान
  जोनटि दुवरा 307
- प्रभा खेतान के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता
  हिटलर सिंह 310

কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী ঃ বিধবা নারীর অন্তর্দহন

বাসব দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ময়নাগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি

উনিশ শতক হলো বাংলার সমাজ–সাহিত্য–ধর্মের ক্ষেত্রে নবজাগরণ জন্যেই এসময় দেখা দিয়েছে চিরাচরিত চিন্তাধারার পরিবর্তন। সমানাধিকার ও যুক্তিবাদ এ যুগের মূল হাতিয়ার। নারী স্বাধীনতা বা নারী শিক্ষার জন্য লড়াই, এ যুগের অন্যতম ফসল। আর এই ফসল যাদের হাতে উৎপন্ন হয়েছিল, তারা হলেন বেথুন সাহেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এই সামাজিক আন্দোলনের ফলে অন্তঃপুরের নারীরা সাহিত্যে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বঙ্কিম উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক সক্রিয়। বঙ্কিমের চোদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে ছয়টি উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে নায়িকা চরিত্রের নামানুসারে। এছাড়া চোদ্দটি উপন্যাসের অধিকাংশ উপন্যাসেই প্রাধান্য পেয়েছে নারী চরিত্রেরা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্ররা হলো কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কুন্দনন্দিনী, ইন্দিরা, রাধারাণী, রজনী, রোহিণী, প্রফুল্ল প্রমুখ। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বঙ্কিম উপন্যাসে বহু নারী চরিত্র পুরুষ চরিত্র পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ দেখালেও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বিধবা রোহিণীর সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের বিবাহ দেখতে পারেননি। তবে দুটি নারী চরিত্রের অন্তর্দহন দেখিয়েছেন। তবে কুন্দের চেয়ে রোহিণীর জীবন অনেক জটিল, প্রতিশোধ স্পৃহা অধিক। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কুন্দ অনেকটাই নিরীহ। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'চিত্রের পূর্ণতায় ও বিশ্লেষণের গভীরতায় ইহা 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আরও পরিপক্ক, অনিন্দনীয় কলাকৌশলের নিদর্শন। 'বিষবৃক্ষ'–এ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক যে গুরুতর অভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' –এ পূর্ণ হইয়াছে, কার্য–কারণ–পরম্পরায় কোনো শৃঙ্খলই বাদ যায় নাই।''[১] উপন্যাস পাঠকালে মনে হয় যে, 'বিষবৃক্ষে' ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য হলো বিধবা বিবাহ এবং অবৈধ কামনা বাসনার ভয়াবহ রূপ তুলে ধরা। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষে নীতিকথা বা সতর্ক বাণী তুলে ধরেছেন। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের শেষে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলেছেন। সেখানে অবৈধ প্রণয়ের উল্লেখ থাকলেও, বড় হয়ে উঠেছে 'ভগবৎ–পাদপদ্মে মনঃস্থাপন'। দুটি উপন্যাসেই নায়ক চরিত্রের স্বকীয় নারীর পূর্বে পরকীয় নারী চরিত্রের প্রবেশ ঘটেছে প্রত্যক্ষভাবে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, ঔপন্যাসিকের মূল ভাবনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে পরকীয়া প্রেমই।

নগেন্দ্রনাথের জীবনে কুন্দ এবং গোবিন্দলালের জীবনে রোহিণী এসেছে কিছুটা আকস্মিকভাবে। দুজনেই যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নবজীবনকে লাভ করেছিল। বাবার মৃত্যুর পর স্বপ্নে মায়ের ডাক শুনতে পায় কুন্দ। কিন্তু মায়ের ডাকে সারা দিয়ে মৃত্যুকে বরমাল্য দান করেনি সে। স্বপ্নাদেশে মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও সে নগেন্দ্রনাথের হাত ধরে পাড়ি দিয়েছে কলকাতার উদ্দেশ্যে। আর গোবিন্দলাল রোহিণীকে আত্মহত্যা করা থেকে উদ্ধার করেছে। এসব মিল থাকা সত্ত্বেও উভয়ের অন্তরের দহন এক নয়। আমরা বর্তমান আলোচনা পত্রে সেদিক নিয়েই আলোচনা করবো।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের যখন পরিচয় হয়েছিল তখন কুন্দ মাত্র তেরো বছর বয়সের কিশোরী। কিন্তু তৎকালীন সময় অনুসারে 'কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল''। পিতৃ–মাতৃহীন কুন্দকে প্রতিবেশীদের